European Union

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

UNDP Bangladesh

আমাদের গ্রাম আদালত

অল্প সময়ে, স্বল্প খরচে স্থানীয়ভাবে ছোট ছোট বিরোধ নিষ্পত্তিই গ্রাম আদালতের মূল লক্ষ্য। গ্রাম আদালত আইন দ্বারা গঠিত একটি আদালত। গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ অনুযায়ী ২৫,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে। ৫ (পাঁচ) জন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান। আবেদনকারী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষ থেকে বাকী ৪ জন সদস্য মনোনীত হবে। প্রত্যেক পক্ষ থেকে ২ জন করে সদস্য মনোনীত করবেন, যার ১ জন অবশ্যই ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হবেন।

গ্রাম আদালতের ক্ষমতা

- গ্রাম আদালত সর্বোচ্চ পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত মুল্যমানের ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা পরিচালনা করতে পারে। উল্লিখিত পরিমাণ টাকার ক্ষতিপূরণ প্রদান করার জন্য কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিবাদীকে আদেশ প্রদান করতে পারে। ধারা - ৭ (১)
- প্রয়োজন হলে সরকারী কর্মচারী অথবা পর্দানশীন বা বৃদ্ধ মহিলা কিংবা শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে, তার মনোনীত প্রতিনিধিকে তার পক্ষে আদালতের হাজির হবার জন্য গ্রাম আদালত অনুমতি প্রদান করতে পারে। ধারা - ১৫
- মামলার শুনানীর জন্য নির্ধারিত তারিখে ইচ্ছাকৃতভাবে আবেদনকারী বা প্রতিবাদী হাজির না হলে, গ্রাম আদালত আবেদনটি নাকচ করে দিতে পারে অথবা প্রতিবাদীর অনুপস্থিতিতেই মামলাটির শুনানী এবং নিষ্পত্তি করতে পারে। একইভাবে নাকচকরণ বা একতরফা শুনানীপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দশ দিনের মধ্যে আবেদনকারী বা প্রতিবাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং অনুপস্থিতির যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে সন্তুষ্ট হওয়া সাপেক্ষে মামলাটি পুনর্বহাল করে পুনরায় শুনানীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। বিধি - ১৫ ও ১৬
- কোন ব্যক্তিকে পাওনা বা ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য অথবা কোন সম্পত্তি বা সম্পত্তির দখল প্রত্যার্পণ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে গ্রাম আদালত উক্ত বিষয়ে আদেশ প্রদান করতে পারে। ধারা - ৯ (১)
- পাওনা বা ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য গ্রাম আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত অর্থ প্রদান করা না হলে, ইউনিয়ন পরিষদের বকেয়া কর আদায়ের পদ্ধতিতে তা আদায় করে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রদান করতে পারে। ধারা - ৯ (৩)
- কোন ব্যক্তি জারীকৃত সমন ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করলে উক্ত ব্যক্তিকে তার বক্তব্য পেশ করবার সুযোগ প্রদান সাপেক্ষে, গ্রাম আদালত পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে। ধারা - ১০ (১)
- জরিমানা পরিশোধ করা না হলে, গ্রাম আদালত উক্ত জরিমানা আদায়ের জন্য এখতিয়ার সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অনুরোধ করতে পারে। ধারা - ১২ (১) ও বিধি - ৩০

গ্রাম আদালত কর্তৃক স্থানীয়ভাবে তদন্ত করার এখতিয়ার

- গ্রাম আদালতে বিচারাধীন কোন মামলার সিদ্ধান্ত হবার আগে পক্ষগণের মধ্যে বিবাদের যে কোন বিষয় সম্পর্কে গ্রাম আদালত প্রয়োজনবোধে স্থানীয়ভাবে তদন্ত করতে পারে। বিধি - ১৪ (৩)

গ্রাম আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণের পদ্ধতি

- সাধারণতঃ গ্রাম আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য সাক্ষ্য আইনের কোন বিধানাবলী প্রযোজ্য হয় না। গ্রাম আদালতে আনীত সকল মামলার ক্ষেত্রে হলফনামা আইন, ১৮৭৩ (১৮৭৩ সনের ১০ নং আইন) এর ৮, ৯, ১০ ও ১১ ধারা প্রযোজ্য হবে। ধারা - ১৩ (১) ও ১৩ (২)
- গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান সাক্ষীদেরকে সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন এবং সে অনুযায়ী সাক্ষ্য ও বিবৃতির সারমর্ম লিপিবদ্ধ করেন। বিধি - ১৪ (২)

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত ঘোষণা ও বাস্তবায়ন

- নির্ধারিত ৫ সদস্যের ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রকাশ্যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা।
- সিদ্ধান্ত যদি ৫:০ (সর্বসম্মত) ৪:১ হয় অথবা ৪ জনের উপস্থিতিতে যদি ৪:০ হয় বা ৩:১ হয় তাহলে ঐ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে অন্য কোন আদালতে আপীল করা যাবে না। সিদ্ধান্তটি যদি ৩:২ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হয়, তাহলেই আপীল করা যাবে। বিধি - ১৮, ২০ ও ২১ ও ধারা - ৮
- গ্রাম আদালত যে মেয়াদ নির্ধারণ করবেন, সে মেয়াদের মধ্যে ডিক্রী বা ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করতে হবে, কিন্তু কোন ক্রমেই উক্ত মেয়াদ চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হতে ছয় মাসের বেশি হবে না। বিধি - ২২

গ্রাম আদালতে সবাই যাই, কারণঃ-

- অল্প সময়ে,স্বল্প খরচে,সঠিক বিচার পাওয়া যায়;
- বাড়ির পাশেই গ্রাম আদালত, খুব সহজেই পৌঁছানো যায়;
- উভয়পক্ষের মনোনীত ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলে গ্রাম আদালতে ন্যায় বিচার পাওয়া যায়;
- গ্রাম আদালতের বিচারের ফলে মামলার উভয় পক্ষের মধ্যে পুন:সম্পর্কপ্রতিষ্ঠা ও সহমর্মিতার সৃষ্টি হয়;
- গ্রাম আদালতে কোনো আইনজীবীর প্রয়োজন হয় না, কাজেই অনেকটা অনানুষ্ঠানিকভাবে এবং সুলভে বিচার পাওয়া যায়;
- গ্রামের বিচার গ্রামেই হচ্ছে বলে এলাকায় অপরাধ প্রবণতা কমিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ রয়েছে;

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

বাড়ি - ১০, সড়ক - ১১০, গুলশান - ২, ঢাকা - ১২১২
ফোন: ৮৮-০২-৯৮৮৭৬০২, ৮৮-০২-৯৮৮৯৯৯৪, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৮৮৬৫৭১
ই-মেইল: info@villagecourts.org ওয়েব সাইট: www.villagecourts.org